আয়ের উপায় যখন গুগল অ্যাডসেন্স

ইয়াসিনুল হায়দার রূপক

ইন্টারনেটে টাকা আয়ের জন্য অনেক উপায় আছে। এর মধ্যে আউটসোর্সিং ছাড়া অন্য সব ক্লিক জাতীয় কাজের মধ্যে গুগল অ্যাডসেন্স সবচেয়ে ভালো। কিভাবে গুগল অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে আয় করা যায়, তাই তুলে ধরা হয়েছে এ লেখায়।

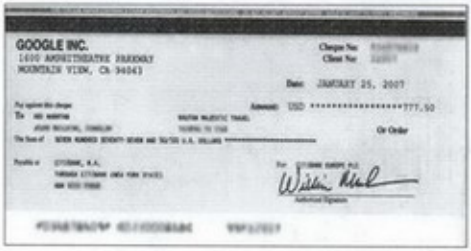

গুগল অ্যাডসেন্স কী?

ইন্টারনেটে হাজার হাজার ওয়েবসাইট আছে, কিন্তু যেসব ওয়েবসাইটের ভিজিটর নেই সেসব ওয়েবসাইটের কোনো মূল্য নেই। কারণ, কোনো সাইটের মূল লক্ষ্য হলো ভিজিটরকে কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য দেয়া। ভিজিটর না থাকলে এসব তথ্যের কোনো মূল্য নেই। তাই ওয়েবসাইটে ভিজিটর আনতে হলে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বা এসইও করতে হয়। কিন্তু এসইও একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া। এর জন্য ৩ থেকে ৬ মাস সময় লাগে। তাই এসইও করা ছাড়া অথবা এসইও করা ওয়েবসাইটে তাৎক্ষণিক ভিজিটর পাওয়ার জন্য গুগল বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ কোনো ওয়েবসাইটের লিঙ্ক অন্য ওয়েবসাইটে দিয়ে দেয়। পরের পৃষ্ঠার প্রথম ছবিতে তাকালে বিষয়টি বোঝা যায়।

'নতুন ফ্রিল্যান্সারদের হতে হবে ধৈর্যশীল ও পরিশ্রমী'

এনায়েত হোসেন রাজিব, বেসিস বর্ষসেরা ফ্রিল্যান্সার ২০১১

কবে থেকে ফ্রিল্যান্সিং করছেন, শুরুটা কিভাবে?

২০০৫ সালের শেষের দিক থেকে শুরু। আসলে তখন তো ফ্রিল্যান্সিং শব্দটার সাথে তেমন পরিচিত ছিলাম না। শুধু শুনেছিলাম ইন্টারনেট থেকে টাকা আয় করা যায়। গুগলে সার্চ দিলাম how to earn money online বা এর কাছাকাছি কিছু শব্দ দিয়ে। আরও কিছু খোঁজাখুঁজির পর মার্কেটপ্লেসগুলো সম্পর্কে জানতে পারলাম। ধীরে ধীরে একটা দুইটা করে বিড করা শুরু করলাম। একসময় কাঙ্ক্ষিত প্রথম কাজটি পেয়ে গেলাম। এখনো মনে আছে প্রথম কাজটি ছিল মাত্র ৫ ডলারের।

সাধারণত কোন ধরনের কাজ করে থাকেন?

প্রোগ্রামিং করতেই বেশি পছন্দ করি। সাধারণত ছোট থেকে মাঝারি ধরনের কাজগুলোই বেশি করি। আমি মূলত PHP/MySQL নির্ভর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করি। তাছাড়া জনপ্রিয় open source php/mysql script wordpress, joomla, oscommerce, zencart ইত্যাদির জন্য plugins/module develop এর কাজ, design integration/themedevelopment এর কাজ করে থাকি।

কোন কোন মার্কেটপ্লেসে কাজ করেন?

আমি কখনোই ওডেস্কে কাজ করিনি। আমি প্রথম থেকেই scriptlance.com-এ কাজ করে আসছি। এখানে আমি প্রায় ৬০০টির মতো প্রজেক্ট কমপ্লিট করেছি। এখানে অনেক দিন পর্যন্ত টপ ১০ প্রোগ্রামারদের মধ্যে ছিলাম। ইদানিং বিড করা ছাড়া সরাসরি কিছু ক্লায়েন্টের কাজ করি। আর কিছুদিন আগে থেকে ফ্রিল্যান্সার ডট কমে কাজ করা শুরু করেছি এবং অল্প কয়েকটি প্রজেক্টও কমপ্লিট করেছি।

আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলুন?

আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম TheWebLab. ২০০৯ সালে আমি একাই শুরু করি। তবে সাথে সহায়তার জন্য কিছু প্রোগ্রামার ছিল। আর আগেই বলেছি ২০১২ সালে আমার আরও দুই-বন্ধুকে সাথে নিয়েছি পরিধি বাড়ানোর জন্য। ৮ থেকে ১০ জন প্রোগ্রামার নিয়ে ভালো একটা টিম করার চেষ্টা করছি।

নতুন ফ্রিল্যান্সারদের উদ্দেশে পরামর্শ কী?

নতুন ফ্রিল্যান্সারদের জন্য বলব, তোমাদেরকে অনেক ধৈর্য ধরতে হবে। ব্যাপারটা এমন না যে বিড করলেই কাজ পেয়ে যাব। আর তারও আগে নিজের স্কিল ডেভেলাপ করতে হবে। তা না হলে বিড করবে কিভাবে। তোমার যে ধরনের কাজ ভালো লাগে, ভালো করতে পারবে বলে মনে কর সেই ধরনের কাজে একজন এক্সপার্ট হয়ে উঠো। ডিজাইনিং ভালো লাগলে গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করতে পার। প্রোগ্রামিং ভালো লাগলে ওয়েবসাইট/ ওয়েব এ্যাপ্লিকেশন ডেভেলাপের কাজ শিখতে পার। তাছাড়া এখন মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। যে ক্যাটাগরিতেই কাজ কর না কেন, প্রথমে তোমাকে স্কিল্ড হতে হবে এবং পাশাপাশি ধৈর্য ধরতে হবে।

বেসিসের অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পরবর্তী সময়ের কার্যক্রম নিয়ে কিছু বলুন?

বেসিসের অ্যাওয়ার্ড পাওয়া আমার জীবনের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে একটি। বেসিসের এই অ্যাওয়ার্ড না পেলে হয়তো এ সাক্ষাৎকারটাও দেয়া হতো না! আগে একাই ঘরে বসে কাজ করতাম, কারো সাথে তেমন পরিচয় ছিল না। অ্যাওয়ার্ডের পর দেশের সেরা আরও কয়েকজন ফ্রিল্যান্সারকে চিনলাম, অনেকের সাথে পরিচিত হলাম। আমাদের দেশে ফ্রিল্যান্সিংকে পেশা হিসাবে নেয়ার মতো একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

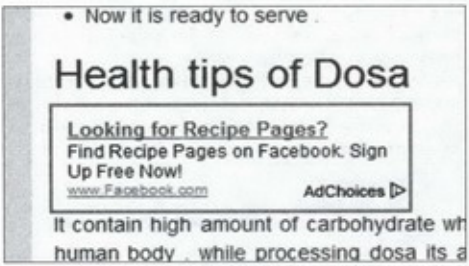

যখন প্রথম ওয়েবসাইটের কোনো ভিজিটর দ্বিতীয় ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেখতে পায়, তখন ওই লিঙ্কে ক্লিক করে তার কাঙ্ক্ষিত তথ্যের জন্য দ্বিতীয় ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস করে। এভাবে দ্বিতীয় ওয়েবসাইট গুগল অ্যাডসেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে ভিজিটর পায়।

অপরদিকে এভাবে কোনো ওয়েবসাইটে ভিজিটর পাওয়ার জন্য ওয়েবসাইটের মালিককে গুগলকে টাকা দিতে হয়। অন্যদিকে গুগল যাদের বিজ্ঞাপন বসায় তাদেরকে টাকা দেয়। উভয় পক্ষকে লাভ দিয়ে গুগল নিজে কিছু কমিশন রাখে। এই প্রক্রিয়াই হলো গুগল অ্যাডসেন্স।

গুগল অ্যাডসেন্স কিভাবে করবেন?

অ্যাডসেন্স থেকে আয় করার জন্য আপনাকে গুগল অ্যাডসেন্সে অ্যাকাউন্ট করতে হবে। এই অ্যাকাউন্ট করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু তথ্য দিয়ে অ্যাডসেন্সের জন্য আবেদন করতে হয়। গুগল ১০ দিনের মতো সময়ের মধ্যে আপনার ই-মেইলে একটি ই-মেইলে জানাবে যে, আপনার অ্যাকাউন্ট অনুমোদিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অ্যাকাউন্ট অনুমোদিত হলে গুগল নিচের ছবির মতো একটি ই-মেইল পাঠাবে।

এই ই-মেইল পাওয়ার পর আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে লগইন

করলে গুগল যে জাভাস্ক্রিপ্ট কোড দেবে সেটা আপনার ওয়েবসাইটের নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই স্থানে গুগলের অ্যাডগুলো দেখা হবে। সাবধান নিজের ওয়েবসাইটের অ্যাডে কখনো ক্লিক করবেন না। নিজের ওয়েবসাইটের অ্যাডে ক্লিক করলে গুগল ওই অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দেয়। এমনকি অন্য কোনো কমপিউটার থেকেও ক্লিক করবেন না। কারণ গুগল Natural and Spam ক্লিকের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে।

অ্যাডসেন্স থেকে আয় করতে প্রথমেই প্রয়োজন আপনার নিজের একটি ওয়েবসাইট অথবা ব্লগ। আমাদেরকে অনেকেই জানান, তাদের ব্লগ আছে, কিন্তু অ্যাডসেন্সের জন্য আবেদন করে অ্যাডসেন্স পান না। তাই নতুনদের কথা বিবেচনা করে অ্যাডসেন্স পাওয়ার উপায়গুলো ধাপে ধাপে আলোচনা করা হয়েছে। আপনার ব্লগ বা ওয়েবসাইটটি হতে হবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর যেমন : আমি আমার নতুন একটা ওয়েবসাইটের জন্য কাজ করছি। এর মূল Keyword হলো Food recipes এবং এই ওয়েবসাইটের সব আর্টিকেল ফুড রেসিপি সংক্রান্ত। সুতরাং অ্যাডসেন্স পাওয়ার জন্য আপনার একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর ওয়েবসাইট থাকতে হবে।

যে বিষয়টির ওপর ওয়েবসাইট তৈরি করবেন, যেমন Food recipe ▸

'ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য প্রয়োজন নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তোলা'

***প্রকৌশলী মুহাম্মদ সোয়েব**, বেসিস বর্ষসেরা ফ্রিল্যান্সার ২০১২*

কবে থেকে ফ্রিল্যান্সিং করছেন, শুরুটা কিভাবে?

ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি জুলাই ২০০৯-এ। যদিও ২০০৭ সালে যখন আমি প্রথম ওয়েব ডেভেলপমেন্টে আমার ক্যারিয়ার শুরু করি, তখন থেকেই এটি সম্পর্কে অবগত ছিলাম। তবে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করার আগে আমি ভালোভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে চেয়েছিলাম। আমি সবসময় জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলোতে ভিজিট করতাম এবং প্রজেক্টের বিবরণ দেখে মার্কেট ট্রেন্ড বোঝার চেষ্টা করতাম। এরপর আমি পিএইচপি দিয়ে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার একটি স্ট্র্যাটেজি রয়েছে, ওয়েব ডেভেলপমেন্টের সব টেকনোলজি সম্পর্কে ধারণা রাখা, তবে দুই বা তিনটি টেকনোলজিতে পরিপূর্ণভাবে দক্ষ হওয়া। এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম জেন্ড সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার (ZCE) হওয়ার, প্রথমে পিএইচপি৫-এ এবং পরে জেন্ড ফ্রেমওয়ার্কে সার্টিফিকেট অর্জন করি। এরপরই মূলত ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি। জেন্ড প্রফাইলের লিঙ্ক–
http://zend.com/zce.php?c=ZEND008874

আপনি কোন কোন আউটসোর্সিং মার্কেটপ্লেসে কাজ করে থাকেন?

আমি শুধু ওডেস্কে কাজ করি। আমার ওডেস্ক প্রোফাইলের লিঙ্ক–
https://www.odesk.com/users/~~6fb40345 5a1d12f6

দিনে কত ঘণ্টা কাজ করেন এবং মাসে আনুমানিক কত আয় করেন?

ওডেস্কে আমি ঘণ্টা হিসেবে কাজ করে থাকি। প্রতিদিন প্রায় ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা কাজ করি। প্রজেক্টগুলোতে প্রতি ঘণ্টায় ১৯ থেকে ২৫ ডলার করে পাই। সেই হিসেবে মাসে গড়ে তিন থেকে চার হাজার ডলার আয় করি।

আপনি কি একাই কাজ করে থাকেন, নাকি আপনার কোনো টিম রয়েছে?

আমি একাই কাজ করে থাকি। আমার কোনো টিম নেই। তবে ভবিষ্যতে একটি ছোট কোম্পানি করার ইচ্ছে রয়েছে।

বেসিস থেকে পাওয়া অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কে কিছু বলুন।

অ্যাওয়ার্ডটি পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং সম্মানিত বোধ করছি। বেসিসের অনুষ্ঠানে গিয়ে দারুণ কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি অন্যান্য পুরস্কারবিজয়ী ফ্রিল্যান্সার এবং আরো অনেকের সাথে নিজের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছি। এটি ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এবং আনন্দঘন মুহূর্ত।

নতুন ফ্রিল্যান্সারদের উদ্দেশে আপনার পরামর্শ কী?

নতুনদের উদ্দেশে আমার পরামর্শ হলো, ফ্রিল্যান্সিংয়ে আসার আগে নিজেকে ভালোভাবে তৈরি করে নিন। অন্তত কাজে মধ্যম মানের দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। এতে আপনি ভালো ফিডব্যাক, প্রতি ঘণ্টায় ভালো রেটে আয় এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রজেক্ট পাবেন– যা একদিকে যেমন আপনার ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারের জন্য ভালো, তেমনি দেশের জন্যও মঙ্গলজনক।

নতুন ফ্রিল্যান্সারদের জন্য কোনো ধরনের কার্যক্রম করছেন কি না– সেমিনার, ওয়ার্কশপ, লেখালেখি ইত্যাদি?

হ্যাঁ, বর্তমানে নতুনদের জন্য বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ওয়ার্কশপ চালাচ্ছি। বর্তমানে আমি একটি ছোট কোম্পানির (ASBD Soft) সাথে যুক্ত রয়েছি, যেখানে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছি।

আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলুন।

আমি একটি ছোট টিম গঠন করব। আমি ওয়েবভিত্তিক সার্ভিসে কাজ করতে আগ্রহী।

সংক্রান্ত ওয়েবসাইট হলে নাম দিতে পারেন www.foodrecipes.com অথবা www.foodrecipes24.com। সাধারণত ফ্রি ব্লগিংয়ের মাধ্যমে অ্যাডসেন্সের জন্য আবেদন করলে গুগল এগুলোকে কম মূল্যায়ন করে। তাই সহজে অ্যাডসেন্স পাওয়ার জন্য টপ লেভেল ডোমেইন (.com .org ...) নির্বাচন করুন।

আপনার ওয়েবসাইটের ডিজাইন মোটামুটি প্রফেশনাল হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে ভালো হয় ফ্রি ব্লগিং টেম্পলেট ব্যবহার করা। গুগল কোনো ওয়েবসাইট অ্যাডসেন্স দেয়ার আগে এই বিষয়গুলোকে খেয়াল করে।

আপনার ওয়েবসাইটের অবজেক্ট সম্পর্কিত লোগো থাকা উচিত। কারণ এটা ইন্টারনেটে আপনার কোম্পানি বা ওয়েবসাইট সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা প্রকাশ করে এবং এর মাধ্যমে ওয়েবসাইটটি যে প্রফেশনাল তা প্রকাশ পায়। তাই ভালো হয় অ্যাডসেন্সের জন্য আবেদন করার আগে সুন্দর একটি লোগো ব্যবহার করা।

আপনার সাইটকে indexing করা অর্থাৎ গুগলের ডাটাবেজ লিপিবদ্ধ করা, অ্যাডসেন্সের জন্য আবেদন করার আগে আপনার ওয়েবসাইটকে গুগলে Indexing করা উচিত। আর দ্রুত Indexing করার জন্য গুগল ওয়েবমাস্টার টুল সাইট ভেরিফাই করে নিন। এ সময় আপনার ওয়েবসাইটের এক্সএমএল সাইটম্যাপটি যোগ করে দিন। এই প্রক্রিয়ায় ২৪ ঘণ্টার ভেতর আপনার ওয়েবসাইট গুগলে Indexing হয়ে যাবে। এসইওর

জন্যও সাইটম্যাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ইউটিউবে কিভাবে সাইটম্যাপ তৈরি করতে হয় এবং ওয়েবমাস্টার টুল দিয়ে ভেরিফাই করতে হয় তা সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো ভিডিও আছে।

গুগল আসলে ভিজিটর খোঁজে। যদি আপনার সাইটে ভালো ভিজিটর থাকে, তাহলে আপনার অ্যাডসেন্স পাওয়া কোনো কঠিন কাজ হবে না। তাই চেষ্টা করুন প্রতিদিন কিছু ইউনিক ভিজিটর রাখার। এক্ষেত্রে প্রতিদিন যদি কিছু সোশ্যাল বুকমার্কিং করেন তাহলে ভালো ভিজিটর পাবেন।

আপনার ওয়েবসাইটের কনটেন্ট হতে হবে ইউনিক, ৪০০ শব্দের ৫ থেকে ১০টি অথবা যত বেশি পারা যায় কন্টেন্ট রাখুন। আর একটি কথা– আর্টিকেল কেমন হবে বা কোন বিষয়ে আর্টিকেল থাকতে পারবে না তা জানার জন্য অ্যাডসেন্সের Terms And Condition ভালোভাবে পড়ে নিন।

এসইওতে বলা হয়ে থাকে 'কনটেন্ট ইজ কিং'। তাই আপনার আর্টিকেলগুলো ১০০ ভাগ ইউনিক হলে এসইওর জন্য ভালো। আর মনে রাখবেন, ডুপ্লিকেট আর্টিকেল ব্যবহার করলে গুগল ওয়েবসাইট ব্যান করে দেবে। আর্টিকেল কেমন হবে বা কোন বিষয়ে আর্টিকেল থাকতে পারবে না, তা জানার জন্যও গুগলের Terms And Conditions ভালোভাবে পড়ে নিন।

আপনার প্রতিটি পেজের জন্য On page SEO ঠিক করে নিন। আপনার প্রত্যেক পেজের জন্য পেজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ টাইটেল দিন। আকর্ষণীয় মেটা ডেসক্রিপশন ব্যবহার করুন।

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো মনে করে খুব সহজেই একটি অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের মালিক হতে পারেন। অ্যাডসেন্স থেকে আয় করার জন্য আপনার ওয়েবসাইটকে ভালোভাবে এসইও করতে হবে। আপনার ওয়েবসাইটে যত বেশি ভিজিটর আসবে তত বেশি ক্লিক পড়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং তত বেশি আয়ও হবে।